দৈনিক সংবাদ

15

তারিখ ... ... JAN. 03.2000
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৩

জনপ্রশাসন সংস্কার

কমিশনের রিপোর্ট বাস্তবায়নে এবার পরিবীক্ষণ কমিশন গঠনের সুপারিশ

প্রফুল্ল কুমার ভক্ত ঃ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনে 'জনপ্রশাসন সংস্কার পরিবীক্ষণ কমিশন' নামে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি কমিশন গঠনের সুপারিশ করা হয়েছে। শুধু পরিবীক্ষণের অভাবে আগের ১৮টি কমিটি ও কমিশনের প্রতিবেদন বাস্তবায়িত না হওয়ার অভিজ্ঞতার আলোকে জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন ওই পরিবীক্ষণ কমিশন গঠনের সুপারিশ করেছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়।

সুপারিশে বলা হয়েছে, একজন পূর্ণমন্ত্রী বা পূর্ণ মন্ত্রীর মর্যাদাসম্পন্ন কোন ব্যক্তি চেয়ারম্যান হিসেবে কমিশন প্রধানের দায়িত্ব পালন করবেন। কমিশনের পূর্ণকালীন সদস্যসংখ্যা হবে সদস্য সচিবসহ তিন। উচ্চ শিক্ষিত, অভিজ্ঞ ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন এবং জনসেবার সর্বোচ্চ পদে আসীন ছিলেন এ রকম সদস্য নিয়ে কমিশন গঠিত হবে। সরকারের একজন সচিব কমিশনের সদস্য সচিব হিসেবে কাজ করবেন। বিভিন্ন সেক্টরের উপর সদস্যদের জ্ঞান থাকতে হবে। পদাধিকারবলে ৬ জন সদস্য থাকতে পারেন। জাতীয় সংসদ সদস্য, এনজিও, ব্যক্তি খাত, একাডেমি, প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান এবং সুশীল সমাজ থেকে অন্যান্য সদস্য নিয়োগ করা যেতে পারে। চেয়ারম্যান ছাড়া কমিশনের সদস্য সংখ্যা ১৬ -এর বেশি হবে না বলে সুপারিশে উল্লেখ করা হয়েছে।

জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন প্রধানমন্ত্রীর কাছে এ পর্যন্ত ২৮টি অন্তর্বর্তীকালীন সুপারিশ উপস্থাপন করেছে। বর্তমানে চূড়ান্ত প্রতিবেদনের খসড়া প্রণয়নের কাজ চলছে। আগামী মে মাসের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর কাছে চূড়ান্ত প্রতিবেদন উপস্থাপন করা সম্ভব হবে বলে জনপ্রশাসন কমিশনের চেয়ারম্যান এটিএম শামসুল হক আশা প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, প্রশাসনের সংস্কার একটি চলমান প্রক্রিয়া। অতীতেও প্রশাসন সংস্কারের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। ১৮টি কমিটি ও কমিশন ইতোপূর্বে সরকারের কাছে প্রতিবেদন দাখিল করেছে। কিন্তু মনিটর করার কোন ব্যবস্থা না থাকায় ওই সকল প্রতিবেদন বাস্তবায়িত হয়নি।

লক্ষ্য ঃ সুপারিশে বলা হয়েছে, প্রশাসনিক সংস্কার প্রক্রিয়ায় নতুন জনপ্রশাসন ব্যবস্থাপনা প্রবর্তনে ও সকল স্তরের সরকারি সংস্থাসমূহের কর্মদক্ষতা বাড়ানোর লক্ষ্যে কর্মসূচি বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান এই কমিশন গঠনের লক্ষ্য। তাছাড়া সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়নের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ করে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করাও এ কমিশনের লক্ষ্য বলে সুপারিশে উল্লেখ করা হয়েছে।

উদ্দেশ্য ঃ বর্তমান জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন যেসব সুপারিশ উপস্থাপন করেছে এবং ভবিষ্যতে উপস্থাপন করবে, তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সরকারি সংস্থাগুলোকে সহায়তা প্রদান এবং সংস্কার কর্মসূচির বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ করা এই কমিশনের মূল উদ্দেশ্য। সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়নকালে যদি কোন সংস্থা কোন সমস্যা বা অসুবিধার সম্মুখীন হয়, তা হলে পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে তা দূর করাও হবে এই কমিশনের উদ্দেশ্য।

প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ঃ জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের সুপারিশে বলা হয়েছে, প্রস্তাবিত পরিবীক্ষণ কমিশন সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়নে সহায়তাকারী ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করবে। কমিশন একটি ফ্ল্যাট সংস্থা হিসেবে আমলাতান্ত্রিক এবং শ্রেণী কাঠামো বহির্ভূত থাকবে। যাতে কার্যকর সহযোগিতা ও দলগতভাবে কাজ করা সম্ভব হয়। কমিশন একটি পেশাগত সংস্থা হিসেবে কাজ করবে।